প্রথম আলো

তারিখ 16 JUL 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রতিবন্ধী শিশুদের অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার স্বপ্ন অধরাই রয়ে গেল

মানসুরা হোসাইন ●

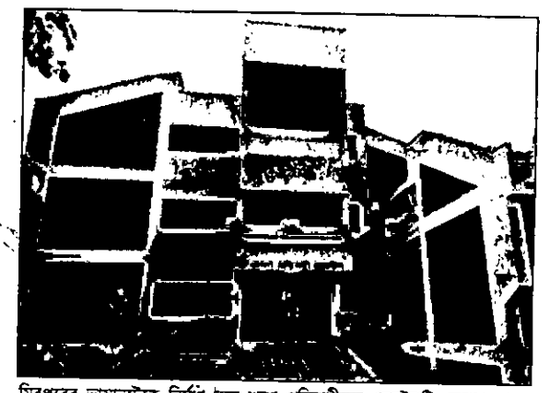

বাক-শ্রবণ ও দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীরা যাতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়তে পারে, সে জন্য একটি প্রকল্প হাতে নেয় সরকার। প্রকল্পের আওতায় দেশের নয়টি জেলায় নয়টি হোস্টেল ভবনও তৈরি হয়। নিয়োগ দেওয়া হয় প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবলও। কিন্তু মাসিক বরাদ্দ না থাকায় প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের আর অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার স্বপ্ন পূরণ হয়নি। হোস্টেলগুলো তালাবদ্ধ অবস্থায় পড়ে আছে বছরের পর বছর ধরে।

সমাজসেবা অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সমাজসেবা অধিদপ্তর 'প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য পরিচালিত বিদ্যালয়গুলোর উন্নয়ন' শীর্ষক এ প্রকল্পটি হাতে নেয় ১৯৯৯ সালে। প্রায় সাড়ে নয় কোটি টাকা ব্যয়ে এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পরিচালিত সাতটি মূক-বধির ও দুটি অন্ধ বিদ্যালয়ের অবকাঠামো ঠিক রেখে শিক্ষার্থীদের অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার সুযোগ তৈরি করে দেওয়া। এ উদ্দেশ্যে নয়টি সরকারি বিদ্যালয়ে ৫০ জন করে শিক্ষার্থীর জন্য আবাসিক সুবিধা সৃষ্টির জন্য ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, চাঁদপুর, সিলেট ও বরিশালে নয়টি হোস্টেল তৈরি করা হয়। হোস্টেল তৈরি হলেও শিক্ষার্থীদের জন্য মাসিক বরাদ্দ না থাকায় আটটি হোস্টেল ভবনই অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। ২০০৫ সালে এ প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়।

ব্যতিক্রম হিসেবে ফরিদপুরের হোস্টেলটিতে শিক্ষার্থীরা থাকার সুযোগ পাচ্ছে। সরকার মাসিক বরাদ্দ দিচ্ছে বলে সেখানে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার সুযোগও মিলছে। এ ব্যাপারে প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, চারদলীয় জোট সরকারের আমলে সমাজকল্যাণমন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের এলাকা হওয়ায় ফরিদপুর বিশেষ সুবিধা পায় এবং এখনো পেয়ে আসছে। এখানে ২০০৬ সালের মার্চ মাস থেকেই শিক্ষার্থীরা এ সুযোগ পাচ্ছে। ফরিদপুরে সরকার মাসিক বরাদ্দ দিচ্ছে ৭৫ হাজার টাকা।

প্রকল্পটির পরিচালক সমাজসেবা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক (প্রতিষ্ঠান) মো. জুলফিকার হায়দার এ ব্যাপারে *প্রথম আলো*কে বলেন, প্রকল্প চলা অবস্থায় শিক্ষার্থীদের ভরণপোষণ খাতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল।

মিরপুরের ভাসানটেকে নির্মাণ করা শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের হোস্টেলটি কোনো কাজে লাগছে না ● ছবি : প্রথম আলো

শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের জন্য খাট, লেপ, তোষক, আসবাবপত্রও কেনা হয়। কিন্তু ফরিদপুরের সরকারি মূক-বধির বিদ্যালয়ের অবকাঠামো সঠিক সময় সম্পন্ন হয়। অন্যগুলোর অবকাঠামো নির্মাণ সম্পন্ন না হওয়ায় শিক্ষার্থী ভর্তি করা সম্ভব হয়নি। ফলে অন্য জায়গায় প্রকল্প থেকে নিবাসী ভরণপোষণ খাতে বরাদ্দ করা অর্থ তামাদি হয়ে যায়।

অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে শুধু ফরিদপুরের জন্য সরকার এ খাতে রাজস্ব বাজেটের থোক বরাদ্দ থেকে বরাদ্দ দিয়ে আসছে। পরে অন্য হোস্টেলগুলোর অবকাঠামো নির্মাণ শেষ হলেও শিক্ষার্থীদের জন্য সরকার আর মাসিক বরাদ্দ দেয়নি। সরকারের কাছে বিষয়টি জানিয়ে অনেকবার চিঠি দিলেও এ খাতে বরাদ্দের বিষয়টি ঝুলে আছে বলে জানান জুলফিকার হায়দার।

প্রকল্প দলিলে নয়টি স্কুলের জন্য অনুমোদিত পদে ৬৪ জন জনবল নিয়োগের কথা ছিল। সংস্থাপন মন্ত্রণালয় এ পদের জন্য সুপারিশও করে। কিন্তু অর্থ মন্ত্রণালয় কেটেকুটে পদের সংখ্যা করে ২৪টি। বর্তমানে কর্মরত জনবলের সংখ্যা হচ্ছে ৩৪ জন। প্রকল্পের জনবলের জন্য ২০০৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত সম্মানী ভাতা বাবদ ২১ লাখ ৩০ হাজার ৭৫৫ টাকা অর্থ বরাদ্দ মঞ্জুরি দেওয়া হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রমতে, গত ১৭ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ প্রকল্পের জনবলসহ এটি রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের জন্য সম্মতি দিয়েছেন।

ঢাকার হোস্টেলটি তৈরি হয় মিরপুর ১৪ নম্বরে ভাসানটেক এলাকায় জাতীয় বিশেষ শিক্ষাকেন্দ্রের ভেতরে। সেখানে গিয়ে দেখা যায়, শ্রবণপ্রতিবন্ধীদের জন্য তৈরি হোস্টেলটি তালা মারা। এ কেন্দ্রে শ্রবণ, দৃষ্টি ও মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুরা পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ছে। শ্রবণপ্রতিবন্ধী ও দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য আসন আছে ৭০টি করে। কেন্দ্রের ভেতরে তাদের জন্য আবাসিক ব্যবস্থা আছে। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ৫০ জন শিশুর জন্য প্রকল্পের আওতায় নতুন হোস্টেলটি তৈরি করা হয়েছিল। শিক্ষার্থী ভর্তি না করায় সে হোস্টেলটি কোনো কাজেই আসছে না।

জাতীয় বিশেষ শিক্ষাকেন্দ্রের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, প্রকল্পের আওতায় নিয়োগ পাওয়া কর্মকর্তা-কর্মচারীরা মোটামুটি বসেই দিন পার করছেন। এ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ শৈলেন্দ্র নাথ পাইক বলেন, প্রকল্পটি অবশ্যই প্রতিবন্ধী বাচ্চাদের জন্য ভালো একটি উদ্যোগ। যেসব স্কুলে শিশুরা পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার সুযোগ পাচ্ছিল, সেই স্কুলেই অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়তে পারত বাচ্চারা। তবে প্রক্রিয়াটি ঝুলে থাকায় বাচ্চারা ভালো একটি সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন শাখাসহ বিভিন্ন শাখা, সমাজসেবা অধিদপ্তরের বিভিন্ন শাখায় বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে গেলে কর্তব্যরত ব্যক্তিরা জানান, এত আগের প্রকল্প সম্পর্কে তাঁরা কিছুই জানেন না।